FEB. 21 2002

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অপরিকল্পিত স্থাপনা-নির্মাণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নান্দনিক স্থাপত্যশৈলী হুমকির মুখে পড়েছে

সাহাবুল হক ॥ অপরিকল্পিতভাবে একের পর এক স্থাপনা তৈরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নান্দনিক স্থাপত্যশৈলী হুমকির মুখে দাঁড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠার ৮১ বছরের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্বরিদ্যালয়ে কদাচিৎ পরিকল্পনামাফিক স্থাপনা তৈরী করা হয়েছে। কখনোওবা স্থপতিকে নিয়োগ করা হলেও তাকে উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের মনমতো কাজ করা হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশলী দপ্তর জানিয়েছে। ক্যাম্পাসের লাইব্রেরী চত্বরে হঠাৎ করে বাংলাদেশ-ইরান সেন্টার ফর পার্সিয়ান ষ্টাডিজ ভবন নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হলে বিষয়টি নিয়ে ছাত্র-শিক্ষক মহলে ব্যাপক আলোচনা সমালোচনার জন্ম দেয়। বৃক্ষ শোভিত ডাকসু ভবন ও গ্রন্থাগার ভবনের মধ্যবর্তী স্থানে পার্সিয়ান স্টাডিজ ভবন নির্মাণ হলে উক্ত স্থানের ৩৫টি গাছ কেটে ফেলতে হবে।

কলা ভবনের স্বল্প পরিসরে এ ধরনের অপরিকল্পিত ভবন নির্মাণের ফলে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্ন হবে বলে ছাত্র-ছাত্রীরা জানিয়েছে। গাছ কেটে ভবন নির্মাণের প্রকল্পের প্রতিবাদে গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করেছে।

গত শুক্রবার ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. সাইয়্যেদ কামাল খাররাজী লাইব্রেরী চত্বরে পার্সিয়ান ভবন নির্মাণ উদ্বোধন করেন। ১৯৯৫ সালেও ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আকবর হাশেমী রাফসানজানি পুষ্টি বিভাগের পাশে পার্সিয়ান সেন্টার উদ্বোধন করলেও পরে সেখানে অন্য ভবন তৈরী করা হয়। পার্সিয়ান সেন্টারের জন্য স্থান নির্বাচন কমিটি গঠন করা হলে কমিটি লাইব্রেরী চত্বরে ভবন নির্মাণের পক্ষে মত দেন। ইতিমধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করার জন্য উক্ত জায়গার চারপাশ বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে। পার্সিয়ান এই ভবনটি সম্পূর্ণ ইরান সরকারের অর্থে নির্মিত হবে। তবে ভবনটি নির্মাণে কত টাকা খরচ হবে এবং কত তলা বিশিষ্ট হবে এ ব্যাপারে ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশন কোন কিছুই বলতে পারেনি।

উড়ন্ত পাখির আদলে নির্মিত কলা ভবনের পিছনে লেকচার থিয়েটারের নিচে গত বছর অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষকদের জন্য ১৪টি কক্ষ তৈরী করা হয়। লেকচার থিয়েটারের মূল নকশাতে কক্ষগুলো নির্মাণের কোন পরিকল্পনাই ছিল না। লেকচার থিয়েটারের স্থপতি মাযহারুল ইসলামকেও এ বিষয়ে কোন কিছু জানানো হয়নি বলে জানা যায়। খুব দ্রুত ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশাসনিক (১৩শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

অপরিকল্পিত স্থাপনা

(৩য় পৃঃ পর)

ভবনের পিছনে ৪শ আসনের সিনেট হল ও ১২০ আসনের সেমিনার কক্ষ ও বেইসমেন্টে কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থাসহ সিনেট ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে। কেন্দ্রীয় মসজিদের পশ্চিম পাশেও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ নির্মাণের পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের রয়েছে বলে জানা যায়। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বলেন পরিবেশের অনুকূলে এবং স্থাপত্য সৌন্দর্য বিনষ্ট না করে এসব করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি অধ্যাপক এ জেড এন তাহমিদা বেগম এ ব্যাপারে কোন কিছু বলতে অস্বীকৃতি জানান। বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, গাছ কেটে ভবন নির্মাণ করা কোন মতেই ঠিক হবে না। এটি খুব অন্যায় হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ভবন নির্মাণে একটি পরিকল্পনা থাক উচিৎ।

মানববন্ধন

গাছ কেটে ভবন নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেয়ার প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক মানববন্ধন কর্মসূচী পালন করা হয়। মানববন্ধন শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা অবিলম্বে গাছ কাটা বন্ধ ও ভবন স্থানান্তরের দাবী জানিয়ে ভিসির নিকট স্মারকলিপি প্রদান করে।